০৩-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৩-০৪-৮৩ মধুবন

প্রথম এবং অন্তিম পুরুষার্থ

আজ বেহদের বাবা, বেহদের স্থিতিতে স্থিত, বেহদের বুদ্ধি, বেহদের দৃষ্টি, বেহদের বৃত্তি, বেহদের সেবাধারী এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের সাথে সাকার স্বরূপে, সাকার বতনের বেহদ স্থানে এসেছেন । সমগ্র জ্ঞানের বা এই পড়ার চারটে সাবজেক্টের মূল সার একটাই, 'বেহদ' । বেহদ শব্দের স্বরূপে স্থিত হওয়াই ফার্স্ট আর লাস্ট পুরুষার্থ । প্রথমে বাবার হওয়া অর্থাৎ মরজীবা হওয়া (মরে বেঁচে থাকা) । এর আধার হলো হদের দেহভাব থেকে বেহদের দেহী স্বরূপে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হওয়া । আর লাস্টে ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাওয়া, এরও অর্থ হলো, হদের সব সম্বন্ধের উর্দ্ধে ফরিস্তা হওয়া । তাহলে আদি -অন্ত, পুরুষার্থ আর প্রাপ্তি, লক্ষণ আর লক্ষ্য, স্মৃতি আর সমর্থী এতসব যুগলের (জোড়া) স্বরূপে নয়তো কি থাকল ? 'বেহদ' । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কি কি ধরণের হদ পার নাকি এখনও করতে হবে ? এই লিস্ট তোমরা খুব ভালোভাবে জানো, তাই না ! যখন সব হদের উর্দ্ধে বেহদ স্বরূপে, বেহদ ঘর, বেহদের সেবাধারী, সমস্ত হদের ওপর বিজয় প্রাপ্তকারী বিজয়রত্ন হও তখনই অন্তিম, কর্মাতীত স্থিতির অনুভবের প্রতিমূর্তি হয়ে যাও ।

হদ অনেক, বেহদ এক । অনেক প্রকার হদ অর্থাৎ অনেক 'আমার' 'আমার ' বোধ । "আমার এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় ' - বেহদের এই আমিত্বে হদের বিভিন্ন ধরণের আমিত্ব নিমজ্জিত হয়ে যায় । বিস্তার সারস্বরূপ হয়ে যায় । বিস্তার কঠিন নাকি সার অংশ কঠিন ? তাহলে আদি আর অন্তের পাঠ কি হলো ? বেহদ ! এই অন্তিম লক্ষ্যের কত কাছে এসেছ, তা' চেক করো । হদের লিস্ট তোমার সামনে রেখে দেখ কতগুলো বিষয় তুমি পার করতে পেরেছ ! লিস্টের উল্লেখ করার তো প্রয়োজন নেই । অনেকবার শোনা এই লিস্ট তোমাদের নোটবুকে সবাই নোট করেছ ! ধনভাণ্ডারের সবচেয়ে বেশি ধন তোমাদের ডায়েরিতে অথবা নোটবুকে আছে । তোমরা জানো তো সবাই, এই সম্বন্ধে ভালো বলতেও পারো । জ্ঞাতাও তোমরা, বক্তাও তোমরা । বাকি আর কি থাকল ? বাপদাদাও সব টিচার বা স্টুডেন্টদের ভাষণ শোনেন । বাপদাদার কাছে ভিডিও কি নেই ? এটা তো তোমাদের দুনিয়া থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে । কিন্তু বাপদাদা শুরু থেকেই সূক্ষ্ম বতন থেকে সবকিছু দেখছেনও, শুনছেনও । বর্ননা করার শ্রেষ্ঠ বিধি দেখে বাপদাদা অভিনন্দনও জানান কারণ তোমরা বাপদাদার একটা পয়েন্ট ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনোরঞ্জক করে শোনাও । যেমন গাওয়া হয়ে থাকে, বাবা তো বাবাই কিন্তু বাচ্চারা বাবার শিরোভূষণ অর্থাৎ মাথার মুকুট । ঠিক এইভাবে শোনানোর ক্ষেত্রে তোমরা বাবার থেকেও রাজমুকুট পরো । তবে আর কি বাকি থাকল ফলো করার ? তৃতীয় স্টেজ হলো, ঊর্ধ্বে যাওয়া । এতে কোনো না কোনো হদের প্রাচীর পার করতে গিয়ে কেউ সেই হদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর কেউ আটকে পড়ে । অন্যান্যরা পার করে কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেছে দেখা যায় । হদের যেকোন রূপের ঊর্ধ্বে যাওয়ার কি লক্ষণ দৃশ্যমান হবে এবং কি অনুভব হবে ? হদের কোনকিছুর ঊর্ধ্বে যাওয়ার লক্ষণ হলো ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া, উপরম (বৈরাগ্য) হওয়া । সুতরাং উপরম হওয়াই ঊর্ধ্বে যাওয়ার লক্ষণ । উপরম স্থিতি অর্থাৎ উড়তি কলার লক্ষণ । তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে কর্মের এই কল্প বৃক্ষের ডালে আসবে । উড়তি কলার বেহদের সমর্থ স্বরূপ হয়ে কর্ম করলে আর উড়ে গেলে । কর্মরূপী বন্ধনের ডালে তোমরা জড়াবে না । কর্মবন্ধনের জালে জড়ানো অর্থাৎ হদের খাঁচায় আটকে পড়া । স্বাধীন থেকে তোমরা পরাধীন হও । খাঁচার পাখিকে তো আর

উড়ন্ত বিহঙ্গ বলা যাবেনা, তাই না ! এইরকম কল্প বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বাবার উড়ন্ত বিহঙ্গ শ্রেষ্ঠ আত্মারা কখনো কখনো দুর্বল নখরে শাখার বন্ধনে এসে পড়ে । তারা তখন আর কি করে ? তোমরা তো কাহিনী শুনেছ, তাই না ? একেই বলা হয়ে থাকে হদের ঊর্ধ্বে যাওয়ার শক্তি কম । এই কল্প বৃক্ষের ভিতরে চার রকম শাখা আছে । কিন্তু পঞ্চম রকমটা অধিক আকর্ষণীয় ! গোল্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রণ চাররকম শাখা এইগুলোই, কিন্তু সঙ্গমযুগের শাখা ডায়মন্ডের । যতই হোক, হিরো হওয়ার পরিবর্তে তোমরা হীরের ডালে আটকা পড়ে যাও । সঙ্গমযুগের কর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্ঠ কর্মই সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ শাখা । যতই সঙ্গমযুগের কর্ম শ্রেষ্ঠ হোকনা কেন, তোমরা এখনও শ্রেষ্ঠ কর্মের বন্ধনজালে জড়িয়ে যাও, যাকে তোমরা অন্য কথায় বলো সোনার শেকল । শ্রেষ্ঠ কর্মে হদের কামনাও, সোনার শেকল । যদি শাখা হীরের হয় এবং শেকল সোনার হয় তবুও বন্ধন তো বন্ধনই হয় তাই না ! তোমরা সব উড়ন্ত বিহঙ্গদের বাপদাদা স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছেন - সমস্ত বন্ধনের ঊর্ধ্বে যাও অর্থাৎ সকল হদের ঊর্ধ্বে যাও ।

আজকের বিশেষ সংগঠন গো-পালকের মাতাদের । এতবড় সংগঠন দেখে গো-পালকও খুশি হচ্ছেন । বাপদাদাও মিষ্টি মিষ্টি মাতাদের বন্দে মাতরম্ বলেন, কারণ নতুন সৃষ্টির স্থাপনার কার্যে ব্রহ্মাবাবাও মাতা গুরুকে সবকিছু সমর্পণ করেছেন । এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিশেষত্ব এবং নবীনতা হলো শক্তির অবতারকে সামনে রাখা । মাতা গুরুর ধারা অব্যাহত রাখা, এই নবীনতা থাকার কারণে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গোমুখের গায়ন পূজন হয় । তোমরা হদের মাতা নও, কিন্তু বেহদের জগৎ মাতা । তোমাদের এই নেশা আছে, তাই না ! তোমরা জগতের কল্যাণ করো । জগৎ কল্যাণকারী অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণকারী । শুধু ঘর কল্যাণী তো নও, তাই না ? কখনো ঘরকল্যাণীর গীত শুনেছ কি ? বিশ্বকল্যাণীর শুনেছ । তাহলে এইরকম বেহদ-মাতাদের সংগঠন, শ্রেষ্ঠ হলো কিনা ! মাতারা তো অনুভাবীমুরত, তাই না ! কুমারীদের ভুলপথে চালিত না হওয়ার ট্রেনিং দিতে হয় । মাতারা অনুভাবী হওয়ার কারণে হদের কোনরকম প্রবঞ্চনায় তো আসো না, তাই না ? তোমাদের মেজরিটি (বেশিসংখ্যক)নতুন । নতুন নতুন ছোট বাচ্চাদের প্রতি অধিক স্নেহ থাকে । বাপদাদাও সব মাতাদের সুস্বাগতম বলে স্বাগত জানান । আচ্ছা ।

এইরকম সদা বেহদের স্থিতিতে স্থিত থেকে, সদা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তি কলায় উড়ে, সদা অন্তিম ফরিস্তা স্বরূপের অনুভবকারী, সদা বাবা সমান কর্মবন্ধনের ঊর্ধ্বে, লক্ষ্যের কাছে আছে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের প্রতিঃ-

বাপদাদা সব নিমিত্ত সেবাধারী বাচ্চাদের সদা কোন্ রূপে দেখেন ? নিমিত্ত সেবাধারী অর্থাৎ যারা ফলো ফাদার করে । বাবাও এখানে সেবক হয়ে এসেছেন । ভিন্ন ভিন্ন যে সব রূপ, তাতো সেবার জন্য, তাই না ! সুতরাং বাবারও তো সেবার বিশেষ রূপ আছে । অতএব, নিমিত্ত আত্মা হওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করা । বাপদাদা সব বাচ্চাদের এই নজরে দেখেন । বাপদাদার সেবাকার্যে তোমরা আদি রত্ন, তাই না ! তোমরা জন্মানোর সাথে সাথে গিফ্ট হিসেবে বাবা কি দিয়েছিলেন ? সেবাই তো দিয়েছিলেন , তাই না ? যারা সেবার গিফ্ট লাভ করেছে, তোমরা সেই আদি রত্ন । বাপদাদা সকলের বিশেষত্ব জানেন । জন্ম থেকে বরদান লাভ করা, এও ড্রামায় হিরো পার্ট । কার্যতঃ তোমরা সবাই সেবাধারী, কিন্তু জন্মানোর সাথে সাথে বরদান লাভ করা এবং প্রয়োজনের সময়ে নিমিত্ত হওয়া, এও

কারও কারও বিশেষত্ব । যারা আবশ্যকতার সময় একইসঙ্গে সেবক এবং সাথী, সদাসর্বদা এইরকম আত্মার আবশ্যকতা আছে । আচ্ছা - সবার মধ্যেই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে, কিন্তু বাবা যদি এক-এক করে প্রত্যেকের বিশেষত্বের বর্ণনা করেন তো কত সময় প্রয়োজন হবে ! কিন্তু বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের বিশেষত্ব সদা সামনে আছে । তোমাদের সবার মধ্যে কত বিশেষত্ব ! কখনো নিজে নিজেকে দেখেছ ? সবার মধ্যে নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে, কিন্তু বাপদাদা বিশেষ আত্মাদের একটা কথাই বারেবারে মনে করিয়ে দেন । সেটা কি ? তোমাদের মধ্যে যে কেউই সেবাক্ষেত্রে আসো বা কোনও প্ল্যান বানিয়ে সেটা প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো, তখন সদা বাবা সমান স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রথমে কোনো প্ল্যান বানাও তারপর প্র্যাকটিক্যালে পরিণত করো । যেমন বাবা সবার, কেউ বলবেনা যে, ইনি অমুকের বাবা, অমুকের নয়, সবাই বলবে আমার বাবা । একইভাবে, নিমিত্ত সেবাধারীদের বিশেষত্ব এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সবাই উপলব্ধি করে এরা আমাদেরই । কারও এমন উপলব্ধি হওয়া ঠিক নয় যে তারা শুধু চার-ছ'জনের, অন্যদের নয় । সবার মুখ থেকে এই আওয়াজ যদি বার নাও হয় তবুও সংকল্পে যেন ইমার্জ হয় তারা আমাদের -একেই বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার । সবার আপন ভাবের ফিলিং হতে হবে । এটাই বাবার ফার্স্ট স্টেপ । এটাই তো বাবার বিশেষত্ব । সবার মনে এটা ইমার্জ হয় "আমার বাবা ।" কেউ কি বলে তোমার বাবা ? সুতরাং এই হলো আমার, বেহদের ভাই বা বোন, দিদি বা দাদী এই শুভ আশীর্বাদ সবার মন থেকে বার হওয়া উচিৎ । তোমরা কোথায় থাকো সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা সব বিশেষ আত্মারা তো বেহদের, তাই না ! সেবার্থে নিমিত্ত তোমরা যে কোনও জায়গায় থাকতে পারো, কিন্তু তোমরা বেহদ সেবার নিমিত্ত, তাই তো ! তোমরা বিশ্বের জন্য বেহদের প্ল্যান বানাও নাকি সবাই তোমরা নিজের নিজের স্থানের প্ল্যান বানাও ? এইরকম তোমরা করো নাতো ? তোমরা বেহদের প্ল্যান বানাও, দেশ-বিদেশের সবার প্ল্যান বানাও, তাই না ! সুতরাং বেহদের ভাবনা এবং বেহদের শ্রেষ্ঠ কামনা থাকাই হলো ফলো ফাদার করা । এখন এটা প্র্যাকটিক্যাল উপায়ে অনুভব করো । এখন তোমরা পরিণত । পরিণত হওয়ার অর্থই হলো অনুভাবী । তোমরা অনেক ব্যাপারে অনুভাবী, তাই না ! কতো অনুভব আছে ! এক তো নিজের অনুভব, দ্বিতীয়, অন্যের অনুভবের আধারেও তোমরা অনুভাবী । অনুভাবী আত্মা অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মা । সাধারণতঃ, হদের হিসেবে কোনো পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হলে তাকে বাবা, কাকা বলে । এইরকমভাবে বেহদের অনুভাবী অর্থাৎ সবার মধ্যে আপনত্বের অনুভব করানো ।

সহযোগী আত্মাদের বাপদাদা সদাই সহযোগের রিটার্নে স্নেহ দেন । তোমরা সহযোগী অর্থাৎ সদা স্নেহের সুযোগ্য পাত্র । সুতরাং তোমরা কি দেবে ? সবাইকে স্নেহই দেবে । সবাইকে এই ফিলিং করাও যে তুমি স্নেহের ভাণ্ডার । প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিতে স্নেহের অনুভব হোক । এটাই তো বিশেষত্ব, তাই না ! এইরকম প্ল্যান বানাও যা তোমাদের এখন করতে হবে । বিশেষ আত্মাদের বিশেষ কর্তব্য কি ? বিশেষ কর্ম কি, যা সাধারণের থেকে আলাদা হবে ? যদিও তোমাদের সবার সাথে সমান হওয়ার ভাবনা রাখতে হবে, কিন্তু প্রতীয়মান হতে হবে, এই বিশেষ আত্মা । প্রতি পদক্ষেপে বিশেষত্ব অনুভব করাতে হবে, তবেই তখন অন্যান্যরা তোমাকে সবাই বিশেষ আত্মা বলে মেনে নেবে । বিশেষ আত্মা অর্থাৎ যারা বিশেষ কিছু করে । শুধু কথা নয়, তোমরা এটা করো ।

মহাবীর বাচ্চারা সদা স্বাস্থ্যবান হয় কারণ তাদের মন সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক, তন তো এক শুধু খেলা করে । মনে যদি কিছু অসুস্থতা থাকে তবে মনকে অসুস্থ বলা হয় । নীরোগ মন, তো তুমিও সদা স্বাস্থ্যবান । বিষ্ণুর মতো শেষনাগের শয্যায় শুয়ে শুধু জ্ঞান মন্থন করলে উৎফুল্ল থাকা যায় । এটাই

খেলা । যেমন সাকার বাবা পদ্মাসনে স্থিত হয়ে বিষ্ণুর সাথে খেলা করতেন, একইভাবে, কিছু হলে সেটাও শুধুমাত্র একটা খেলাই হতো । মন্থন করে মনন শক্তি দ্বারা সাগরের আরও গভীরে যাওয়ার চান্স পেয়ে যাও । যখন সাগরের গভীরে যাও তখন অবশ্যই উপরতল মিস হবে । সুতরাং তোমরা ঘরে নেই কিন্তু সাগরতলে আছ । নতুন নতুন রত্ন আনতে তোমরা সাগরতলে গেছ ।

কর্মভোগের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে কর্মযোগীর স্টেজে স্থিত হওয়াকেই বলা হয়ে থাকে বিজয়ী রত্ন । সদা এই স্মৃতি থাকে যে এটা দুঃখভোগ নয়, কিন্তু নতুন দুনিয়ার জন্য পরিকল্পনা । তোমরা তো অবসর পাও, তাই না ! অবসর সময়ে কি কাজই বা করতে হয় ? শুধু নতুন নতুন কর্মসূচি বানাও । তোমাদের বিছানাও প্ল্যানিং-এর স্থান হয়ে গেছে ।

মাতাদের গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ-

তোমাদের ভাগ্য নক্ষত্রের চমক তোমরা সবাই অনুভব করো ? ঝিলমিলে যে তারাদের দেখে অন্যান্য আত্মারাও এইরকম হওয়ার প্রেরণা পায়, তোমরা তো সেইরকমই, তাই না ! কখনো নক্ষত্রের চমক কমে যায় না তো ! অবিনাশী বাবার অবিনাশী নক্ষত্র, তাই না ! সদা একরস স্থিতিতে থাকো নাকি কখনো উড়তি কলা তো কখনো অচল অবস্থা ? এটা সদা উড়তি কলার যুগ । উড়তি কলার সময়ে কেউ চড়তি কলার স্থিতিতে থাকলে সেটাও ভালো লাগেনা । যদি তোমরা প্লেনে চড়তে পাও বেড়ানোর জন্য, তোমাদের কি অন্য কিছু পছন্দ হবে ? সুতরাং যারা উড়তি কলার স্থিতির সময়ে আছ নিচে এসোনা, সদা উপরে থাকো । তোমরা খাঁচার পাখি নও ! খাঁচা ভেঙে গেছে নাকি দু'একটা শিক এখনো থেকে গেছে !

এমনকি তারও যদি থেকে যায় তো সেটা নিজের দিকে তোমাকে টানবে । যদি দশটা তার ভেঙে দাও আর একটা তার থেকে যায় তাও তোমায় টানবে । তাই সব দড়ি ছিঁড়ে হদের সবকিছু পার করে বেহদের উড়ন্ত বিহঙ্গ কখনো হদের জালে জড়িয়ে পড়েনা । ৬৩ জন্ম তোমরা আটকে পড়ে আছ । এখন এই এক জন্ম, হদের সবকিছু পার করে যাও । এই এক জন্মই হলো হদের সব পার করে যাওয়ার, তাহলে তো সময় অনুসারেই সব করতে হবে, তাই না ! এখন জাগার সময় কেউ ঘুমিয়ে থাকলে কি ভালো লাগবে ? এইজন্য সদা হদের ঊর্ধ্বে বেহদে যাও । মাতাদের অবিনাশী পতির তিলক লেগেছে, তাই না ! যেমন লৌকিকে বিবাহিতা হওয়ার চিহ্ন, তিলক (সিঁদুর), তেমনই অবিনাশী সুহাগ অর্থাৎ সদা স্মৃতির তিলক আঁকা হয়ে আছে । এইরকম সুহাগন সদা ভাগ্যবান । তোমরা কল্প কল্পের ভাগ্যবান আত্মা । এমন ভাগ্য যা তোমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা । তোমরা সদা অধিকারী আত্মা, বিশ্বের মালিক, বিশ্বরাজ্য তোমাদের হয়ে গেছে । রাজ্য তোমাদের, ভাগ্য তোমাদের এবং ঈশ্বর তোমাদের । একেই বলা হয়ে থাকে অধিকারী আত্মা । তোমরা সর্বাধিকারী তাই অধীনতা নেই ।

প্রশ্নঃ - তোমরা সব বাচ্চাদের আয় কিভাবে অক্ষয় এবং অবিনাশী ?

উত্তরঃ- তোমরা এমন আয় করো যা তোমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা । কোনো জটিলতার সৃষ্টি হবেনা । অন্য আয়ের ক্ষেত্রে ভয় থাকে । এই উপার্জন তোমার থেকে কেউ কেড়ে নিতে চাইলেও তোমার আনন্দ হবে কারণ সেও উপার্জনশীল হয়ে যাবে । যদি কেউ লুটও করতে

আসে তখনও তুমি খুশি হবে, তাকে নেওয়ার জন্য বলবে ! এতে তোমার আরও সেবা হয়ে যাবে । এইরকম আয় করে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছ । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ – সেবার প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে এভার হেলদি, ওয়েলদি এবং হ্যাপি থেকে সদা আনন্দ-চিত্ত ভব

সাকার দুনিয়ায় যেমন বলা হয়, তাজা ফল খেলে স্বাস্থ্যবান হবে ; হেলদি থাকার সাধন হিসেবে তারা ফলের কথা বলে আর তোমরা বাচ্চারা তো প্রত্যক্ষ ফল খাও এইজন্য যদি তোমাকে কেউ কেমন আছ বলে তোমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে, তুমি তাদের বোলো, আমি আনন্দ-চিত্ত, পরীর মতো চলি, আমি হেল্দী, ওয়েল্দি আর হ্যাপিও । ব্রাহ্মণ কখনো উদাস হয়না ।

স্লোগানঃ – পবিত্র আত্মাই স্বচ্ছতা আর সত্যতার দর্পণ ।